শারিয়া- ক্যানাডার মুক্তিযুদ্ধ - ৬

(শারিয়া ও প্রাচীন আইনের তুলনা)

ক্যানাডার অন্টারিও প্রদেশের যে আইনে শারিয়া কোর্ট বৈধ, গত ১১ই সেপ্টেম্বর সরকার সে আইন বাতিলের ঘোষণা করেছে। যেহেতু এ কোর্ট বানানো হয়েছিল পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য, তাই চলুন আমরা কিছু শারিয়া ও প্রাক্-শারিয়া পারিবারিক আইনের তুলনা করি। মোটামুটি (১) তেরশো' বছর আগে শারিয়া, (২) চার হাজার বছর আগে ব্যবিলনিয়ান ও হাম্বুরাবী এবং (৩) দেড় হাজার বছর আগে আসিরিয়ান আইন বানানো হয়েছে।

শারিয়ায় পারিবারিক আইনঃ-
স্বামী তাৎক্ষণিক তিন-তালাক দিতে পারে, তালাকের পর স্ত্রী গৃহত্যাগে বাধ্য থাকবে ও তিন মাস পর্য্যন্ত খরচ পাবে। মোহর ছাড়া বিয়ে হতে পারে, সেক্ষেত্রে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ''যুক্তিপূর্ণ'' মোহর দাবী করতে পারে, স্বামী দিতে রাজী না হলে আদায় করতে হবে আদালতের মাধ্যমে। ''অবাধ্যতার'' কারণে স্ত্রী তালাক হলে খরপোষ পাবেনা, তালাকের কারণটা ''অবাধ্যতা'' কি না সেটা ঠিক করবেন স্বামীই। বিধবা কোন খরপোষ পাবে না, তার ভার বইবে বাবা-ভাই-আত্মীয়স্বজন। সে রকম কেউ না থাকলে তার খরচ দেবে রাষ্ট্র। তালাকের পর ছেলে ৯ বছর ও মেয়ে ৭ বছর পর্য্যন্ত থাকবে মায়ের কাছে (যতদিন তাদের যত্ন নিতে হয়) কিন্তু স্ত্রী নামাজ না পড়ল্ব বা নির্দিষ্ট কিছু লোকের বাইরে বিয়ে করলে বাচ্চারা বাপের কাছে চলে যাবে। স্বামীর বেলায় তেমন কোন বাধা নেই।
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাচ্চাসহ কোথাও যেতে পারবে না। ''স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর যিম্মায় ওয়াজিব (বাধ্য), তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ - আহার, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশী কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ, অপরিহার্য নয়''। সেটা ডাক্তারের ফিস থেকে শুরু করে প্রসাধনী পর্য্যন্ত সব কিছু। ক্রীতদাসীকে বিয়ে করা যাবে, তার ক্ষেত্রে দুই তালাকই বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য যথেষ্ট ইত্যাদি। মোটামুটি এই হল শারিয়ার সাধারণ আইন, ক্ষেত্রবিশেষে কিছু ব্যতিক্রম আছে- **সুত্র ১**।

এবারে তুলনা।

- হাম্মুরাবী ঃ- ''স্ত্রীর সন্তান না হইলে শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই স্বামী (ইচ্ছেমত নয়, কোর্টের অনুমতির মাধ্যমে) আবার বিবাহ বা দাসী-সংসর্গ করিতে পারিবে। দাসী বা নুতন স্ত্রীর সন্তান হইলে সেই স্বামী আর কোন বিবাহ করিতে পারিবে না। দ্বিতিয় স্ত্রী কোনক্রমেই (মর্যাদায়) প্রথমা স্ত্রীর সমকক্ষ হইতে পারিবে না'' - **"The second wife in no way is to be at the same level with the first wife".** -**সুত্র ২**।

- ব্যবিলনিয়ান আইন ঃ- ''যদি কাহারও স্ত্রী পঙ্গু হইয়া যায় অথবা চিকিৎসার অতিত রোগে আক্রান্ত হয়, তবে সে অন্য নারীকে বিবাহ করিতে পারিবে কিন্তু প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দিতে পারিবে না। মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে একই গৃহে যত্নের সহিত রাখিতে হইবে'' **সুত্র ৩**।

- ব্যবিলনিয়ান ঃ- তালাকের অত্যন্ত বিরল ঘটনায় - ''যদি সে (রুগ্ন, পঙ্গু বা সন্তান-হীনা প্রথমা স্ত্রী) স্বামীর গৃহে থাকিতে না চাহে তবে স্বামী তাহাকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবে মোহর ও যাহা স্ত্রী পিতৃগৃহ হইতে আনিয়াছিল এবং শষ্যক্ষেত্র, ফলের বাগান ও আসবাব-সামগ্রীর অর্ধেক''**সুত্রঃ ৪**।

- আসিরিয়ান ঃ-''দৈহিক সংসর্গের আগেও যদি স্বামী তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয় তবুও তাহাকে সম্পুর্ণ দেন-মোহর (**"Marriage Price"**) ফিরাইয়া দিতে হইবে'' **সুত্র ৫।**

বিয়ের কথা পাকা হবার পর আংটি-পানচিনি-গায়ে-হলুদের পর, বিয়ের বাজার ও সবাইকে নিমন্ত্রন পত্র পাঠানোর পর কেউ কেউ শেষ মুহুর্তে কলমা পড়ার আগে হঠাৎ নির্লজ্জভাবে বেঁকে বসে, বিয়ে করে না। গরিব বাবা-মায়ের আর্থিক লোকসান ও অপমান ছাড়াও এতে সেই মেয়ের মনে কি অসহ অবস্থা হয় এবং সে কি নিদারুন লাঞ্ছিতা বোধ করে তা কি আমরা পুরুষেরা কখনও বুঝব? এ ব্যাপারে শারিয়ার কোনই মাথাব্যথা নেই কিন্তু প্রাচীন আইনের আছে। বিয়ের কথা পাকা হলেই স্বামী পুরো দেন-মোহরের দায়বদ্ধ থাকবে, বিয়ে হোক বা না হোক। ।

- ব্যবিলনিয়ান ঃ-(সারাংশ)ঃ-''যদি কোন লোক কারো কন্যার সহিত বিবাহের কথা পাকা করিয়া দেন মোহর দিয়া দেয়, এবং তারপর মত পরিবর্তন করিয়া অন্য নারীকে বিবাহ করিতে চায়, তবে সে ওই দেন-মোহর ফিরিয়া পাইবে না'' **সুত্র ৬।**

- হাইতি আইনঃ- ''যদি কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে গৃহে আনার পুর্বেই ত্যাগ করে তবে সেই স্বামীকে সম্পুর্ণ দেন-মোহর (**"Marriage Price"**) ফিরাইয়া দিতে হইবে''। (**Hittites Law** ছিল আজ থেকে ২৮০০ বছর আগে) **সুত্র ৭।**

এই একটা ব্যাপারে শারিয়া কিছুটা নারীর পক্ষ নেয়,- এর সাথে হাইতি আইনের মিল আছে। তা হল, বিয়ের পর দৈহিক সংসর্গের আগে তালাক হলে স্বামী পুরো দেন-মোহর ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে (পরে হলে অর্ধেক)। কিন্তু এই ''অর্ধেক''-টা কোরাণের খেলাফ ঃ:- ''তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করিতে চাও এবং তাহাদের একজনকে অনেক ধন-সম্পদ দিয়া থাক তবে তাহা হইতে কিছুই ফেরৎ লইও না। তোমরা কি উহা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গোনাহ্ করিয়া ফেরৎ লইবে''? -(**সুত্র ৮**)। কোরাণের এ ন্যায়-বিধানে আড়াই-চার হাজার বছর আগের হাইতি ও ব্যবিলনিয়ান আইনের ন্যায়বিচার প্রতিফলিত হয়েছে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, কিছু ইসলামি বইতে বলা হয় নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রীকে বিধবা ধরা যাবে ৯০ বছর পরে, অর্থাৎ সে আবার বিয়ে করতে পারবে স্বামী নিখোঁজ হবার ৯০ বছর পরে। উদ্ভট এ বিধানটা সম্ভবতঃ এসেছে ''নিখোঁজ''-কে কখন ''মৃত'' হিসেবে ধরা যাবে সে সংজ্ঞা থেকে, শারিয়ায় আছে এটা - ''নিখোঁজ ব্যক্তির এলাকার তাহার সমবয়স্ক লোকের কেহ জীবিত না থাকিলে তখন তাহাকে মৃত ঘোষণা করা যাইবে। ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে উক্ত মেয়াদ ৯০ বৎসর''। (**সুত্র ৯**)। আইনটা সম্পত্তির ওপর, কিন্তু সম্পত্তি-বিতরণে নিখোঁজকে মৃত ধরতে যদি ৯০ বছর লাগে তবে নিখোঁজের উত্তরাধিকারীরা মারা যাবার পরে সম্পত্তির মালিক হবে তাতে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া সম্পত্তি বিতরণের ক্ষেত্রে নিখোঁজকে মৃত ধরতে যদি ৯০ বছর লাগে তবে নিখোঁজের স্ত্রীকে বিধবা গণ্য করতেও তা-ই লাগার কথা, চার বছর কেন লাগবে তা বোঝা গেল না।

- শারিয়া ঃ- ''স্বামী একাধারে চারি বৎসর নিখোঁজ থাকিলে স্ত্রী আদালতের সহায়তায় বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারী হইবে'' - **সুত্র ১০**।

- আসিরিয়ান ঃ- নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী অন্য বিয়ে করার আগে ''স্বামীর প্রতি অনুগতা থাকিবে দুই বৎর পর্য্যন্ত''।

অর্থাৎ নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী দু'বছর পরই আবার বিয়ে করতে পারবে -**সুত্র ১১**।

- ব্যবিলনিয়ান ঃ- ''স্বামী যদি শহর হইতে পলাইয়া যায় এবং তাহার স্ত্রী অন্যের গৃহে প্রবেশ করে (বিয়ে করে) সে ক্ষেত্রে ঐ স্বামী ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে দাবী করিলেও স্ত্রী তাহার কাছে ফিরিয়া যাইবে না''। অর্থাৎ, ব্যাখ্যার উদ্ধৃতিঃ- ''যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে চিরতরে ত্যাগ করে তবে সেই স্ত্রী যখন ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিবে''- **সুত্র ১২**।

এ রকম স্পষ্ট উদাহরণ আরও বহু আছে, সব দিতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে নিবন্ধ। চার হাজার বছর আগে মানুষ যখন এতটা মানবাধিকার-সচেতন হয়ে ওঠেনি এবং দাস-প্রথা ছিল সর্বত্র তখনও তারা তাদের মা-বোনের অধিকার ও সম্মান আইন করে সংরক্ষিত রেখেছিল শারিয়ার চেয়ে ঢের বেশী। কারণ তারা বুঝেছিল প্রশ্নটা শুধু টাকা-পয়সা আহার-বাসস্থানেরই নয়, প্রশ্নটা নারীদের সম্মানেরও এবং ভবিষ্যতের জাতি-গঠনেরও। বিস্তীর্ণ মুসলিম-বিশ্বের গ্রামগুলোয় শিশুরা পুরুষতান্ত্রিক ও শারিয়াতান্ত্রিক দানবের পায়ে মা-বোনকে পিষ্ট হতে দেখতে দেখতে বড় হয়। মাতৃজাতির সম্মান ও অধিকার বলে যে কিছু আছে তা তাদের মাথায়ই ঢোকে না, এভাবেই তারা বড় হয়। এ জাতি বড় হবে কিভাবে? আর্থিক ও শারীরিক শক্তিতে নারীর চেয়ে পুরুষ অনেক শক্তিশালী বলে ভারসাম্য রক্ষার জন্য আইনের শক্তিতে নারীদের শক্তিশালী করার দরকার আছে। সেদিক দিয়ে চার হাজার বছর আগের অমুসলিম পুরুষরা এখন-তখনের শারিয়া-পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী অন্তর্দ্রষ্টা ও ন্যায়পরায়ণ ছিল।

এবং চার হাজার বছর আগের অমুসলিম নারীরা এখন-তখনের মুসলিম নারীদের চেয়ে অনেক ভাগ্যবতী ছিল।

****

সুত্র ১ঃ- ইসলামি ফাউন্ডেশনের বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন (হানাফি আইন) ১ম খন্ড বিবাহ-তালাক পরিচ্ছেদ, হানাফি আইন হেদায়া ১০১ ও ১৪৫ ইত্যাদি, শাফি-আইন পৃষ্ঠা ৫৬০ আইন নম্বর এন-৩-৫, এম-১১-৩ ও এম-১১-৯-এ ইত্যাদি, মওলানা মুহিউদ্দীনের বাংলা কোরাণের তফসির, সুন্নিপাথ ডট কম, ইউনাইটেড মুসলিমস্ প্রভৃতি।

সুত্র ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১১ ও ১২ঃ- Laws from Mesopotamia and Asia Minor - Driver and Miles- (Different codes of Laws). উৎসঃ- উইমেন অ্যান্ড দি কোরাণ- ডঃ আনোয়ার হেকমত, আইনের ডক্টরেট ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক।

সুত্র ৮ ঃ- সুরা নিসা আয়াত ২০।

সুত্র ৯ ঃ-বিধিবিদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড ৫৪৩ পৃষ্ঠা ধারা ৪৩৫।

সুত্র ১০ ঃ- বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৮৮ ধারা ৩৬৭।

LET NOT ONE GOOD LAW CORRUPT THE WHOLE WORLD

ফতেমোল্লা
২ নভেম্বর ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫ সাল)